যুগান্তর

তারিখ 18 APR 2009
পৃষ্ঠা 20 কলাম 8

ছাত্রলীগের হল দখল চাঁদাবাজি মাস্তানি

সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মুখে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত সাড়ে তিন মাসের ব্যবধানে দেশের কমপক্ষে ৫টি মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা [illegible] স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার প্রথম দিন থেকে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে [illegible] করেছে

শেষ : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

চলছে : ভার্সিটির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে।

অন্যদিকে গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাসে (ধানমণ্ডির ৯/এ) অপর উপাচার্য (উপাচার্য দাবিদার দুজন) অধ্যাপক মনিরুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তিনি নিজেদের পক্ষকে মূল ট্রাস্টের অনুসারী বলে দাবি করেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টির (ট্রাস্টের) মূল উদ্যোক্তা ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিজিটিং প্রফেসর ও সৌদি আরবে বসবাসকারী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু করেন। ড. আশরাফের অনুজ ড. আলী নকী বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৯৮ সালে তার ইচ্ছা হয় এর উপাচার্য হবেন। তাই বিভিন্ন প্রক্রিয়া করে পেরে উঠতে পারছিলেন না। তখন নতুন এক আবেদনের মাধ্যমে একই নামে (দারুল ইহসান) ট্রাস্ট গঠন করেন এবং প্রক্রিয়া শেষে উপাচার্য হওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠান। কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে তা ঝুলে যায়। একপর্যায়ে ২০০৬ সালে ফের ট্রাস্ট গঠন করেন তারা।' তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতি সুখকর নয় বলে উল্লেখ করেন। ক্যাপ্টেন রফিকুল আলম মোবাইল ফোনে আলাপকালে ১৯৯৮ ও ২০০৬ সালে নতুন ট্রাস্ট গঠনের বিষয়টি স্বীকার করেন।

উদ্যোক্তা হিসেবে প্রথম এবং প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দ্বিতীয় এই দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির বিপুল অংকের ট্রাস্ট অর্থ, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লব্ধ বিপুল অংকের অর্থ ইত্যাদি এখন বিশ্ববিদ্যালয়টির অগ্রযাত্রার পথে প্রধান শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিবদমান দুটি পক্ষই নিজেদের মূলস্রোত ধারার অনুসারী দাবি করছে। উভয় পক্ষই টিকে আছে মামলার মাধ্যমে। বিপরীত দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদাকালীন ও প্রতিষ্ঠাতার সুনাম এবং দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগের সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা দিন দিন ঠিকই ভর্তি হচ্ছে, কিন্তু বৈরীভাবাপন্ন দুটি পক্ষের হাতে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। দুটি পক্ষেরই পৃথকভাবে পরিচালিত আলাদা ক্যাম্পাস থেকে ডিগ্রিলাভকারী শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কতটা 'সনদ' পাচ্ছে তা ঠিকই প্রশ্নের সম্মুখীন। এ ব্যাপারে অবশ্য ইউজিসি বলছে, এই অসুস্থ অবস্থা মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার জন্য মোটেই অনুকূল নয়। ২০০৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম তদন্তে সরকারের গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির রিপোর্টে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ট্রাস্টিদের মধ্যে যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।' এজন্য চলমান সমস্যাটির জরুরিভিত্তিতে সমাধান করে বিস্তারিত প্রতিবেদন ইউজিসির কাছে দাখিলের নির্দেশ প্রদানের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি।

দু'পক্ষই লাগামহীনভাবে সরকারের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে মূল শহরে (যে শহরে প্রধান ক্যাম্পাস) একাধিক ক্যাম্পাস খোলা, কন্টাক্ট আউটার ক্যাম্পাস খোলা ও মানহীন শিক্ষা প্রদান কিংবা সনদ বাণিজ্য ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।' এর বাইরে পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা, হুমকি, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিজ নিজ কর্মকাণ্ডকে বৈধ দাবি করা ইত্যাদিও চলছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বা উপাচার্য দাবিদার হলেন দুজন— অধ্যাপক মনিরুল হক এবং বিচারপতি মোঃ আবদুস সালাম। শুক্রবার দুপুরের দিকে ফোনকারী ক্যাপ্টেন রফিকুল আলমও তাই দাবি করলেন।

অধ্যাপক মনিরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। উপাচার্য হিসেবে যোগদানের আগে তিনি ইউজিসির সদস্যও ছিলেন। ১৩ এপ্রিল তার সঙ্গে আলাপকালে তিনি দাবি করেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের তৈরিকৃত প্যানেল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চ্যান্সেলর-রাষ্ট্রপতি একজনকে উপাচার্য নিয়োগ দেন। তিনিই চ্যান্সেলর মনোনীত সেই উপাচার্য, বিপরীত দিকে দারুল ইহসান ট্রাস্টের অপর পক্ষের উপাচার্যের দাবিদার যিনি তাকে মন্ত্রণালয় নিয়োগ দেয়নি। মরহুম আলী নকীও মন্ত্রণালয় থেকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। আলাপকালে অধ্যাপক হকের কাছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ইউজিসি উত্থাপিত আউটার ক্যাম্পাস ব্যবসা, সরকারি নির্দেশ অমান্য করে তা (আউটার ক্যাম্পাস) অব্যাহত রাখা, বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদান ব্যবসা, ভাড়া বাড়িতে ক্যাম্পাস পরিচালনা ও স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমন এবং স্থায়ী সনদ লাভে ব্যর্থতা, অত্যধিক টিউশন ফি আদায়, জুনিয়র শিক্ষক দিয়ে কোর্স পরিচালনা এবং শিক্ষার মান বজায়ে ব্যর্থতা, এর প্রতিবাদ করায় শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব বিস্তার, নির্ধারিত হারে দরিদ্র শিক্ষার্থী না পড়ানো, দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ ট্রাস্টি, খণ্ডকালীন শিক্ষকনির্ভরতা ও তাদের কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) না নেয়াসহ বিভিন্ন ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি এসবের কোন কোনটি স্বীকার করেন। আবার কিছু ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, অনেক সমস্যার উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। তিনি বলেন, তার আগের উপাচার্য ঢাকা শহরের বাইরে প্রতিষ্ঠিত আউটার ক্যাম্পাসগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ করতে থাকেন। তিনি এসে ৫টি আউটার ক্যাম্পাস পেয়েছেন। সর্বশেষ ৩৩টির মতো ছিল। কিন্তু পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।'

এদিকে শুক্রবার বেলা ২টা ২০ মিনিটে যুগান্তরে পাঠানো এক বক্তব্যে দারুল ইহসান ট্রাস্টের অপর নামে কার্যকর অংশটি 'একটি কুচক্রী মহল কর্তৃক সন্ত্রাসের মাধ্যমে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে দখল, শিক্ষা কার্যক্রমের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন ও অর্থ সম্পদ আত্মসাতের' অভিযোগ এনেছে। পরে গঠিত দারুল ইহসান ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ আবদুস সালাম ও সচিব গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) আনম রফিকুল আলম স্বাক্ষরিত চার পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে ট্রাস্ট গঠন, আইনানুগ অবস্থান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দায়িত্ব পালনকারী উপাচার্যবৃন্দ, ইশারফ হোসেন এবং অধ্যাপক মনিরুল হক ইশারফ হোসেনের জালিয়াতি, সন্ত্রাসের মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশ ইত্যাদি মোট ১৪টি পয়েন্টে বর্ণনা রয়েছে। এতে ১০ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখ রয়েছে, '...পরবর্তীতে বৈধ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক বিচারপতি মোঃ আবদুস সালাম দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর এবং ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন।'

সার্বিক ব্যাপারে অধ্যাপক মনিরুল হকের কাছে জানতে চাওয়া হলে যুগান্তরকে বলেন, এ ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা এবং এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য মোটেই সুখকর ও কাম্য নয়। এতে শিক্ষা কার্যক্রমের মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তিনি দাবি করেন, ট্রাস্টি বোর্ড আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে অসুস্থ অবস্থার সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন মোটেই কার্যকর নয়। নতুন আইন দরকার। বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। ব্যবসা করতে চাইলে ঘোষণা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা চাইলে ভর্তি হবে। এ ব্যাপারে সরকারও সেভাবে ট্রিটমেন্ট করবে। কিন্তু নন-প্রফিট ঘোষণা দিয়ে ব্যবসা করবে আর তার দায় সবার বহন করতে হবে— এটা হতে পারে না। অধ্যাপক হক মনে করেন, সরকারকে অবশ্যই প্রকৃত অর্থে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত উপযোগী আইন করতে হবে।